মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৮

(১)সেই সময় হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ.র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বেহেস্তি রাজ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?" (২)তিনি একটি শিশুকে ডেকে তাদের মাঝে দাঁড় করালেন

(৩)এবং বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যদি পরিবর্তীত না হও এবং শিশুদের মতো না হয়ে ওঠো, তাহলে কোনোভাবেই বেহেস্তি রাজ্যে ঢুকতে পারবে না। (৪)যে কেউ এই শিশুর মতো নিজেকে নম্র করে, সে-ই বেহেস্তি রাজ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ।

(৫)যে কেউ আমার নামে এর মতো কোনো শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। (৬)কেউ যদি আমার ওপর ইমানদার এই ছোটোদের মধ্যে কারো পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নিজের গলায় নিজে পাথর বেঁধে সাগরে ডুবে মরাই বরং তার জন্য ভালো। (৭)হায় এই বাধায় ভরা দুনিয়া! বাধা অবশ্য আসবেই, তবুও আফসোস তার জন্য, যার মধ্য দিয়ে সেই বাধা আসবে!

(৮)তোমার হাত বা পাঁ যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দাও। দু'হাত ও দু'পা নিয়ে জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে বরং নুলা বা খোঁড়া হয়ে জান্নাতে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম। (৯)তোমার চোখ যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা তুলে ফেলে দাও। দু'চোখ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং কানা হয়ে জান্নাতে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম। (১০)দেখো, তোমরা

এই ছোটোদের মধ্যে একজনকেও তুচ্ছো করো না; কারণ আমি তোমাদের বলছি, জান্নাতে তাদের ফেরেস্তারা সব সময় আমার প্রতিপালকের মুখ দেখছেন। (১১)যা হারিয়ে গেছে তা উদ্ধার করবার জন্য ইবনুল-ইনসান এসেছেন।

(১২)তোমরা কী মনে করো? কোনো লোকের যদি একশোটি ভেড়া থাকে এবং সেগুলোর মধ্যে একটি যদি হারিয়ে যায়, তাহলে সে কি নিরানব্বইটিকে পাহাড়ে রেখে যেটি হারিয়ে গেছে সেটিকে খুঁজতে যায় না? (১৩)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি সে সেটি খুঁজে পায়, তাহলে যে-নিরানব্বইটি হারিয়ে যায়নি, সেগুলোর চেয়ে বরং সেটির জন্যই সে বেশি আনন্দ করে। (১৪)ঠিক সেভাবে এই ছোটোদের মধ্যে একজনও নষ্ট হোক, তোমাদের প্রতিপালক তা চান না।

(১৫)তোমার ভাই বা বোন যদি তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তাহলে তার কাছে গিয়ে গোপনে তার দোষ দেখিয়ে দিয়ো। যদি সে তোমার কথা শোনে, তাহলে তো তুমি তোমার ভাইকে ফিরে পেলে। (১৬)কিন্তু যদি সে না শোনে, তাহলে অন্য দু'-একজনকে তোমার সাথে নিয়ে যেয়ো, যেনো দু'-তিনজন সাক্ষীর সাহায্যে সমস্ত বিষয়ের একটি সমাধান হয়। যদি সে তাদের কথাও না শোনে, তাহলে সমাজকে বলো। (১৭)আর যদি সমাজের কথাও না শোনে, তাহলে সে তোমার কাছে অ-ইহুদি কিংবা কর-আদায়কারীর মতো হোক।

(১৮)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা দুনিয়াতে যা বাঁধবে তা জান্নাতেও বেঁধে রাখা হবে; এবং তোমরা দুনিয়াতে যা খুলবে তা জান্নাতেও খুলে দেয়া হবে।

(১৯)আবারো আমি তোমাদের সত্যি করে বলছি, এই দুনিয়ায় তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি একমত হয়ে কোনো বিষয়ে মোনাজাত করে, তাহলে আমার

প্রতিপালক তোমাদেরকে তা দেবেন। (২০)কারণ যেখানে দুই বা তিনজন আমার নামে একত্রিত হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি।”

(২১)তখন পিতর এসে তাঁকে বললেন, “হুজুর, আমার ভাই বারবার আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলে আমি তাকে কতোবার মাফ করবো? সাতবার কি?” (২২)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “কেবল সাতবার নয় কিন্তু আমি তোমাকে সত্তরগুণ সাতবার মাফ করতে বলি।

(২৩)এজন্য বেহেস্তি রাজ্যকে এমন এক বাদশার সাথে তুলনা করা চলে, যিনি তার গোলামদের কাছে হিসেব চাইলেন। (২৪)তিনি যখন হিসেব নিতে আরম্ভ করলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে এমন একজনকে আনা হলো, যে বাদশার কাছ থেকে দশ হাজার দিনার ঋণ নিয়েছিলো। (২৫)কিন্তু তার ফেরত দেবার ক্ষমতা না থাকায় বাদশা তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং যাবতীয় সম্পদের সাথে তাকে বিক্রি করে ঋণ আদায় করার হুকুম দিলেন। (২৬)তাতে সেই গোলাম নতজানু হয়ে তার পায়ে ধরে বললো, ‘আমার ওপর দয়া করুন, আপনাকে আমি সবই ফেরত দিয়ে দেবো।’ (২৭)তখন বাদশা দয়ায় পূর্ণ হয়ে সেই গোলামকে ছেড়ে দিলেন এবং তার ঋণও মাফ করে দিলেন।

(২৮)কিন্তু সেই গোলাম বাইরে গিয়ে তার এক সহগোলামকে দেখতে পেলো, যে তার কাছ থেকে একশো দিনার ঋণ নিয়েছিলো। সে তার গলা টিপে ধরে বললো, ‘তোমার ঋণ ফেরত দাও।’ (২৯)সেই গোলামটি তখন তার পায়ে পড়ে তাকে অনুরোধ করে বললো, ‘আমার ওপর দয়া করো, আমি তোমাকে অবশ্যই সব ফেরত দিয়ে দেবো।’ (৩০)কিন্তু সে রাজি হলো না, বরং ঋণ ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তাকে জেলখানায় বন্দি করে রাখলো।

(৩১)এই ঘটনা দেখে তার সহগোলামরা খুবই দুঃখ পেলো এবং তারা গিয়ে তাদের বাদশাকে সবকিছু জানালো। (৩২)তখন বাদশা তাকে ডেকে বললেন, 'দুষ্ট গোলাম!

তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে বলে আমি তোমার সব ঋণ মাফ করে দিয়েছিলাম। (৩৩)আমি তোমার প্রতি যেমন দয়া করেছিলাম, তোমার সহকর্মীর প্রতি তেমনই দয়া করা কি তোমার উচিত ছিলো না?'

(৩৪)অতঃপর বাদশা রাগ হয়ে তাকে কারারক্ষীদের হাতে তুলে দিলেন। যতোক্ষণ না সে তার সমস্ত ঋণ ফেরত দেয়, ততোক্ষণ তার ওপর নির্যাতন করার জন্য বললেন। (৩৫)সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে যদি তোমাদের ভাইবোনকে অন্তর থেকে মাফ না করো, তাহলে আমার প্রতিপালকও তোমাদের ওপর ওরকমই করবেন।"